গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
আইন অধিশাখা

নং-৩৩.০০.০০০০.১৪৭.১০.০০৪.১৮ - ১৫৮

তারিখঃ ১১ চৈত্র ১৪২৪ / ২৫ মার্চ ২০১৮

বিষয়ঃ "জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান নির্দেশিকা (Guideline), ২০১৮" এর ওপর মতামত সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ে "জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান নির্দেশিকা (Guideline), ২০১৮" এর ওপর আগামি ১০/০৪/২০১৮ তারিখের মধ্যে মতামত প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য, "জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান নির্দেশিকা (Guideline), ২০১৮" এর খসড়া www.mofl.gov.bd তে আপলোড করা আছে।

(মোঃ হামিদুর রহমান)
উপসচিব
☏- ৯৫৭৬৩৫৭
ds_law@mofl.gov.bd

বিতরণঃ

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৮. সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. যুগ্ম-প্রধান, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন উইং, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-৩৩.০০.০০০০.১৪৭.১০.০০৪.১৮ - ১৫৮

তারিখঃ ১১ চৈত্র ১৪২৪ / ২৫ মার্চ ২০১৮

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থেঃ

০১। সচিবের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
০২। প্রোগ্রামার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে এ প্রকাশের অনুরোধসহ।
০৩। অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

(মোঃ হামিদুর রহমান) ২৫/৩/১৮
উপ সচিব

E:\Moshiur-2018\Letter.docx

জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান নির্দেশিকা (Guidelines), ২০১৮

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে মৎস্যসম্পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে প্রাণিজ আমিষের শতকরা ৬০ ভাগ মৎস্যখাত যোগান দেয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দেশের মোট জিডিপি'র শতকরা ৩.৬১ ভাগ এবং মোট কৃষিজ জিডিপি'র শতকরা ২৪.৪১ ভাগ আসে মৎস্যখাত হতে। দেশের প্রায় ১.৮৫ কোটি লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মৎস্য উপ-খাতের ওপর নির্ভরশীল। প্রকৃতপক্ষে, জেলে সম্প্রদায় অঞ্চলভেদে বিভিন্ন জলাশয়ে বিভিন্ন ধরনের জাল ও সরঞ্জাম দিয়ে মাছ আহরণ করে থাকে। কোন কোন জেলে সারা বছরই মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে আবার কেউ কেউ বছরের একটি নির্দিষ্ট সময় মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত থাকে। ২০১২ সালের পূর্বে জেলেদের কোন সঠিক পরিসংখ্যান ছিল না। ফলশ্রুতিতে প্রকৃত জেলেদের চিহ্নিত করা যেতো না, সরকারি সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে জেলে নির্বাচনে সমস্যা হত। এ পরিপ্রেক্ষিতে দেশের মৎস্যজীবীদের সঠিক পরিসংখ্যান নির্ণয়ের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর ৭৩.১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১২ হতে জুন ২০১৬ মেয়াদে জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। ৬ বছর মেয়াদে বাস্তবায়িত এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের প্রায় ১৬.২০ লক্ষ জেলেকে নিবন্ধিত করা হয়। তন্মধ্যে ১৪.২০ লক্ষ জেলেকে পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়েছে। জেলে নিবন্ধন একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটে ৪৮১৮-রেজিষ্ট্রেশন ফি খাতে অর্থ বরাদ্দ রাখা হচ্ছে। বরাদ্দকৃত অর্থে সুষ্ঠুভাবে জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশিকা **(Guidelines)** প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

২.০ শিরোনামঃ এ নির্দেশিকা জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান নির্দেশিকা (Guidelines), ২০১৮ নামে অভিহিত হবে।

৩.০ সংজ্ঞাঃ

(১) "জেলে" অর্থ মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত আইডি কার্ডধারী জেলে যিনি বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে কোন জলাশয়ে পেশাগতভাবে জাল, অন্যান্য সরঞ্জাম এবং নৌকা ব্যবহার করে সারা বছর অথবা বছরের নির্দিষ্ট সময়ে মাছ আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে;

(২) "জলাশয়" অর্থ সরকারি মালিকানাধীন প্রাকৃতিক কোন উন্মুক্ত বা বদ্ধ জলাশয়, যথা- সমুদ্র, উপকূল, নদী, হাওর, বাঁওড়, প্লাবনভূমি, মরা নদী, বরোপিট, দিঘি, হ্রদ বা কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট বৃহৎ কোন জলাশয়;

(৩) "নিবন্ধন" অর্থ এই নির্দেশিকার ৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জেলেদের নিবন্ধন;

(৪) "পরিচয়পত্র" অর্থ এই নির্দেশিকার ৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নিবন্ধিত জেলেদের প্রদত্ত পরিচয়পত্র;

(৫) "জেলে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ" অর্থ এই নির্দেশিকার ৮ এ বর্ণিত "উপজেলা পর্যায়ে জেলে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান কমিটি";

(৬) "মহাপরিচালক" অর্থ মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক;

(৭) “online data base” অর্থ এ নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ৮(১) এ নিবন্ধনের জন্য ছকে বর্ণিত মৎস্য অধিদপ্তরের বিদ্যমান ডিজিটাল তথ্যাদি।

(৮) “জেলে নিবন্ধন ফরম” অর্থ এ নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ১১ এ বর্ণিত ফরম।

৪.০ নির্দেশিকার উদ্দেশ্যঃ

(ক) জেলেদের চিহ্নিতকরণ, হালনাগাদকরণ, নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান;

(খ) জেলেদেরকে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত প্রণোদনা এবং পুনর্বাসন সহায়তা প্রদানের কাজে ব্যবহার।

৫.০ নির্দেশিকার প্রযোজ্যতাঃ

এ নির্দেশিকা বাংলাদেশের জলাশয়ে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত জেলেদের জন্য প্রযোজ্য হবে।

৬.০ জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদানের শর্তাবলীঃ

৬.১ বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক এবং জাতীয় পরিচয়পত্রধারী হতে হবে।

৬.২ আবেদনকারীকে মৎস্য আহরণ পেশায় নিয়োজিত থাকতে হবে এবং এই নির্দেশিকার ৩(১) অনুযায়ী জেলে হতে হবে ।

৬.৩ জেলে হিসেবে নিবন্ধিত ও পরিচয়পত্রধারীর মৃত্যু হলে তিনি তালিকা থেকে বাদ যাবেন।

৬.৪ পরিচয়পত্র হারিয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট থানায় জিডি করে উপজেলা মৎস্য অফিসকে অবহিত করতে হবে। উপজেলা কমিটির সুপারিশক্রমে মহাপরিচালক প্রতিলিপি (Duplicate) পরিচয়পত্র ইস্যু করতে পারবেন।

৭.০ নিবন্ধনের জন্য আবেদনের নিয়মাবলী এবং অনুমোদন প্রক্রিয়াঃ

৭.১ জেলেরা স্ব স্ব সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বরাবর এই নির্দেশিকার ১০ অনুযায়ী আবেদন করতে পারবে।

৭.২ আবেদনের সাথে জেলের নাগরিকত্ব সনদ, ছবি ও জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত অনুলিপি জমা দিতে হবে।

৭.৩ প্রাপ্ত আবেদনপত্র “উপজেলা পর্যায়ে জেলে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান কমিটি” যাচাই বাছাই করে চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদন ও নিবন্ধন প্রদান এবং উপজেলা মৎস্য অফিস online data base এ ডাটা এন্ট্রি করবে।

৭.৪ “উপজেলা পর্যায়ে জেলে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান কমিটি” কর্তৃক নিবন্ধিত জেলেদের তালিকা পরিচয়পত্র প্রদানের জন্য সুপারিশসহ মহাপরিচালক বরাবর প্রেরণ করবে।

৭.৫ মহাপরিচালক কর্তৃক ইস্যুকৃত পরিচয়পত্র স্ব স্ব উপজেলায় বিতরণের জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য অফিসে প্রেরণ করবে।

৮.০ নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান হালনাগাদ কার্যক্রমঃ

৮.১ নিবন্ধিত ও পরিচয়পত্রধারীদের ডাটাবেজে মৃত জেলেদের নাম বাদ ও নতুন জেলেদের নাম online data base এ অন্তর্ভুক্ত হবে। প্রতিবছর জুলাই থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে উপজেলা মৎস্য অফিস হালনাগাদ করবে।

৮.২ উপজেলা পর্যায়ে নিবন্ধন ও হালনাগাদ প্রক্রিয়ার ব্যয় নির্বাহের জন্য মহাপরিচালক রাজস্ব বাজেটের ৪৮১৮-রেজিস্ট্রেশন ফি কোড হতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রদান করবে।

৮.৩ মহাপরিচালক জেলেদের পরিচয়পত্র মুদ্রণ বাবদ ব্যয় মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেট হতে নির্বাহ করবে।

৯.০ "উপজেলা পর্যায়ে জেলে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান কমিটি"

১) উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
২) উপজেলা কৃষি অফিসার	সদস্য
৩) উপজেলা সমাজসেবা অফিসার	সদস্য
৪) উপজেলা সমবায় অফিসার	সদস্য
৫) উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিসার	সদস্য
৬) উপজেলা আনসার ভিডিপি অফিসার	সদস্য
৭) উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য
৮) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/পৌরসভার ক্ষেত্রে ওয়ার্ড কাউন্সিলর	সদস্য
৯) স্থানীয় মৎস্যজীবীদের প্রতিনিধি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত) দুই জন	সদস্য
১০) সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

কমিটির কার্যপরিধি-

১. জেলে হিসেবে নিবন্ধন/হালনাগাদের জন্য প্রাপ্ত আবেদন যাচাই-বাছাই করে অনুমোদন করা ও পরিচয়পত্র প্রদানের জন্য সুপারিশ করা;

২. নিবন্ধিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কোন জেলের বিষয়ে আপত্তি উত্থাপিত হলে উহা পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

৩. কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

১০.০ জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদানের জন্য আবেদনের ফরম

১) আবেদনকারীর নামঃ

(ক) পিতার নাম: (খ) মাতার নাম:

২) ঠিকানাঃ

(গ) গ্রাম- (ঘ) ডাকঘর-

(ঙ) উপজেলা- (চ) জেলা-

৩) মোবাইল নং-

৪) ইতিপূর্বে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়েছে কিনা? হ্যাঁ হয়ে থাকলে তার কারণ উল্লেখ করতে হবেঃ হ্যাঁ ☐ না ☐

৫) মৎস্য আহরণে কত বছর যাবত জড়িত এবং তাঁর নিজস্ব মাছ ধরার সরঞ্জমাদি আছে কিনা? হ্যাঁ হলে কত বছর এবং সরঞ্জামাদির প্রকৃতি উল্লেখ করতে হবে।

৬) মৎস্য আহরণ স্থল ও সময়কাল।

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, উপরে বর্ণিত সকল তথ্যাদি সঠিক। আমি আরও ঘোষণা করছি যে, কোন অসত্য তথ্য থাকলে আমার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। আমাকে জেলে হিসেবে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান করা হলে মৎস্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইন/বিধি ও নীতিমালা মেনে চলতে বাধ্য থাকবো।

তারিখঃ আবেদনকারীর স্বাক্ষর/টিপসই

১১.০ **জেলে নিবন্ধন ফরম**

মোঃ হামিদুর রহমান
উপসচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার